শিশুর সুন্দর নাম

শিশুর সুন্দর নাম

লেখক
রাশা মুহাম্মাদ ইতানি
রেদওয়ান সামী

মাকতাবাতুল হাসান

শিশুর সুন্দর নাম

প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল হাসান

দোকান নং : ৩৩-৩৪, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড), বাংলাবাজার, ঢাকা

✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

সম্পাদনা : মেশকাত আহমাদ, রাশেদ আবদুল্লাহ, মাহমুদুল্লাহ মুহিব

বানানসমন্বয় : মাসউদ আহমাদ

প্রচ্ছদ ও সজ্জা : মো. আখতারুজ্জামান

অনলাইন পরিবেশক :

rokomari.com - wafilife.com - বইফেরী.কম - নিউ লেখা প্রকাশনী (কলকাতা)

ISBN : 978-984-97319-9-3

Web : maktabatulhasan.com

E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com

fb/Maktabahasan

মুদ্রিত মূল্য : ২৮০/- টাকা মাত্র

Shishur Sundor Name

By Rasha Mohamed Itani and Redwan Sami

Published by : Maktabatul Hasan, Bangladesh

©

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
শিশুর সুন্দর নাম	৭
ইসলামে নামের গুরুত্ব	৮
ভালো ও মন্দ নামের প্রভাব	৯
নামের শুরুতে কিছু শব্দ ব্যবহারের নিয়ম	১০
বড় হয়ে নিজের নাম পরিবর্তন করা	১২
শিশুর জন্মের পর প্রথম করণীয়	১৩
শিশুর কানে আজান ও ইকামত দেওয়া	১৪
তাহনিক	১৫
আকিকা শিশুর অধিকার	১৭
নবজাতকের চুলের সদকা	২০
নাক ও কান ফোঁড়ানো প্রসঙ্গে	২০
খতনা নবীদের সুন্নত	২২
প্রচলিত কিছু কুসংস্কার	২৩
মরিয়ম ফুল	২৬
কন্যাসন্তান আল্লাহর রহমত	২৯
আল্লাহ তাআলার কিছু গুণবাচক নাম	৩১
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম ও গুণাবলি	৩৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
নবীজির স্ত্রী উম্মাহাতুল মুমিনিনদের নাম	৪০
কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর নাম	৪১
সাহাবিগণের নাম	৪৩
তাবেয়িগণের নাম	৫৩
ছেলেশিশুর নাম	৫৭
ছেলেশিশুর আরও কিছু সুন্দর নাম	৯১
মেয়েশিশুর নাম	১০০
মেয়েশিশুর আরও কিছু সুন্দর নাম	১২০

শিশুর সুন্দর নাম

ইসলামে সুন্দর নাম রাখার গুরুত্ব অপরিসীম। সুন্দর ও ভালো নাম পাওয়া প্রতিটি নবজাতকের জন্মগত অধিকার। আর সন্তানের সুন্দর নাম রাখা মা-বাবার ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব। কেননা নাম দিয়েই ব্যক্তির প্রথম পরিচয় ফুটে ওঠে। বাস্তবজীবনেও সুন্দর নামের প্রভাব পড়ে। তাই নামের গুরুত্ব বিবেকবানমাত্রই সন্দেহাতীতভাবে স্বীকার করে। নবজাতকের সুন্দর ও ভালো নাম রাখা ইসলামের একটি সুন্দর নিদর্শনও।

নাম এমন একটা চিহ্ন বা শিরোনাম যা দ্বারা একজনকে অন্যজন থেকে পৃথক করা যায়। এজন্য মানবশিশুর নাম রাখা হয়।

নাম রাখার পর থেকেই প্রতিটি শিশু নিজ নামে পরিচিত হয়। শুধু শিশুই নয়, তার মা-বাবাও তার নামের মাধ্যমে পরিচিতি লাভ করে। এই নামের গুরুত্ব এত বেশি যে, কখনো কখনো মানুষ মৃত্যুবরণ করলেও তার নামের মৃত্যু হয় না। তা অমর হয়ে থাকে যুগের পর যুগ।

শিশুর নাম সুন্দর, অর্থবহ, শ্রুতিমধুর ও সহজ হওয়া চাই। মন্দ অর্থবহ বা মন্দ গুণসংবলিত নাম রাখা উচিত নয়। কেননা মানুষের সত্তা ও গুণাগুণের ওপরও নামের প্রভাব পড়ে। এ ছাড়া হাশরের ময়দানেও প্রত্যেককে তার নাম ধরেই ডাকা হবে।

ইসলামে নামের গুরুত্ব

ইসলামে নামের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইসলাম সুন্দর নাম রাখতে উদ্‌বুদ্ধ করে এবং মন্দ নাম বর্জন করতে বলে। মন্দ ও অনুপযোগী হওয়ায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতক পুরুষ ও নারী সাহাবির নাম পরিবর্তন করে দিয়েছেন।

কুরআনেও নামসংক্রান্ত দুটি আয়াত রয়েছে, যার একটিতে আল্লাহ তাআলা নাম শিক্ষা দেওয়ার আলোচনা করেছেন, আরেকটিতে তাঁর একজন প্রিয় বান্দার নাম কী হবে তা বলে দিয়েছেন। আয়াত দুটি নিম্নরূপ—

এক.

আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করে তাকে সৃষ্টিজগতের সবকিছুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে জ্ঞাত করেন এবং ফেরেশতাদের ওপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾

আর তিনি (আল্লাহ) আদমকে সমস্ত নাম শিক্ষা দিলেন।

[সুরা বাকারা, ৩১]

দুই.

আল্লাহ তাআলা কিছু ক্ষেত্রে তাঁর প্রিয় বান্দাদের নাম কী রাখতে হবে তা নিজেই ঠিক করে দিয়েছেন। যেমন ইয়াহিয়া আলাইহিস সালামের বাবা জাকারিয়া আলাইহিস সালামকে সম্বোধন করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا﴾

> হে জাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। তার নাম হবে ইয়াহিয়া। আমি আগে তার স্বনামধারী কাউকে সৃষ্টি করিনি। [সুরা মারইয়াম, ৭]

সুতরাং যেহেতু দুনিয়াতে মানুষ তার নাম দ্বারা পরিচিত হয়; আবার আখেরাতেও তাকে তার নাম ধরেই ডাকা হবে, এমনকি মৃত্যুর পরও নাম দ্বারাই মানুষকে স্মরণ করা হয়, এ নামেই তার পরিচিতি বেঁচে থাকে; তাই নবজাতকের জন্য সুন্দর ও অর্থবহ নাম নির্বাচন করা কর্তব্য।

ভালো ও মন্দ নামের প্রভাব

ব্যক্তির নাম তার স্বভাবচরিত্রের ওপর ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে বলে বর্ণিত আছে। শায়েখ বকর আবু যায়েদ বলেন, অনেক সময় দেখা যায়, ব্যক্তির নামের সাথে তার স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে। এটাও আল্লাহ তাআলার হেকমতেরই অংশ। যে ব্যক্তির নামের অর্থে চপলতা রয়েছে তার চরিত্রেও চপলতা পাওয়া যায়। যার নামের মধ্যে গাম্ভীর্য আছে তার চরিত্রেও গাম্ভীর্য পাওয়া যায়। মন্দ নামধারী লোকের চরিত্রও মন্দ হয়ে থাকে। ভালো নামধারী ব্যক্তির চরিত্রও ভালো হয়ে থাকে।[১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালো নাম শুনলে আশাবাদী হতেন। হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে মুসলিম ও কাফের দুই পক্ষের মধ্যে টানাপোড়েনের এক পর্যায়ে আলোচনার জন্য কাফেরদের প্রতিনিধি হয়ে সুহাইল ইবনে আমর আসেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুহাইল নামে আশাবাদী হয়ে বলেন, সুহাইল তোমাদের জন্য সহজ করে দিতে এসেছেন।[২]

---

১. তাসমিয়াতুল মাওলুদ, ১/১০; তুহফাতুল মাওদুদ, ১/১২১

২. আল-আদাবুল মুফরাদ, ৯১৫

আল্লাহ তাআলার কিছু গুণবাচক[ক] নাম[খ]

আল্লাহ (اللهُ) অর্থ : আল্লাহ।

আর-রহমান (الرَّحْمٰنُ) অর্থ : পরম করুণাময়।

আর-রহিম (الرَّحِيْمُ) অর্থ : অসীম দয়ালু।

আর-রব (الرَّبُّ) অর্থ : প্রতিপালক।

আল-মালিক (المَلِكُ) অর্থ : মহা অধিপতি।

আল-কুদ্দুস (القُدُّوْسُ) অর্থ : মহাপবিত্র।

আস-সালাম (السَّلَامُ) অর্থ : শান্তিদাতা, দোষমুক্ত।

আল-মুমিন (المُؤْمِنُ) অর্থ : নিরাপত্তাবিধায়ক।

আল-মুহাইমিন (المُهَيْمِنُ) অর্থ : সর্বনিয়ন্তা।

আল-আজিজ (العَزِيْزُ) অর্থ : মহাপরাক্রমশালী।

আল-জব্বার (الجَبَّارُ) অর্থ : মহাপ্রতাপশালী।

আল-মুতাকাব্বির (المُتَكَبِّرُ) অর্থ : মহামহিম।

আল-খালিক (الخَالِقُ) অর্থ : মহান স্রষ্টা।

আল-বারি (البَارِيءُ) অর্থ : মহা উদ্ভাবক।

আল-মুসাওবির (المُصَوِّرُ) অর্থ : প্রকৃত রূপকার।

আল-গফফার (الغَفَّارُ) অর্থ : পরম ক্ষমাশীল।

আল-গাফির (الغَافِرُ) অর্থ : ক্ষমাকারী।

আল-গফুর (الغَفُوْرُ) অর্থ : অসীম ক্ষমাপরায়ণ।

আল-কাহহার (القَهَّارُ) অর্থ : পরম প্রতাপশালী।

আল-ওয়াহহাব (الوَهَّابُ) অর্থ : মহান দাতা।

আল-কারিম (الكَرِيْمُ) অর্থ : পরম দাতা।

আর-রাজ্জাক (الرَّزَّاقُ) অর্থ : মহান রিজিকদাতা।

আল-ফাত্তাহ (الفَتَّاحُ) অর্থ : শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী, বিজয়দানকারী।

আল-আলিম (العَلِيْمُ) অর্থ : মহাজ্ঞানী।